জনগনের বা সমাজের একটি গোষ্ঠীর অংশগ্রহণ ও উন্নয়ন

বাংলাদেশে জনগনের বা সমাজের একটি গোষ্ঠীর উন্নয়নের জন্য কাজ করার ক্ষেত্রটি বেশ ভালোভাবে বিকশিত; পারতপক্ষে, অনেক প্রতিষ্ঠানই একে সিএসআর এর সারসংক্ষেপ হিসেবে মনে করে। এই ভুল ধারণা আরো দৃঢ় হচ্ছে যখন দেখা যাচ্ছে জাতীয় আয়কর বোর্ড[১২] (এনবিআর) যে সকল কোম্পানি কোনো ভালো কাজের জন্য অনুদান দিচ্ছে, তখন তাদের সেই কাজকে সিএসআর বলে তাদের কর মওকুফ করে দিচ্ছে।

> বাংলাদেশের অনেক ব্যাংক সিএসআর খরচ হিসেবে নিম্ন আয়ের পরিবারসমূহের শিক্ষার্থীদের পড়া-লেখায় সাহায্য করা প্রকল্পকে দেখায়। ২০১১ সালে এই খরচের অংকটি ছিলো ৬০০ মিলিয়ন টাকা।[১৩]

আইএসও ২৬০০০ কে মেনে চলার জন্য প্রতিষ্ঠানসমূহের উচিৎ জনগনের সাথে আলোচনা করা এবং স্থানীয় সরকার, প্রশাসন ও প্রতিনিধিদের সাথে একটি সন্দেহহীন/সহজবোধ্য সম্পর্ক বজায় রাখা। স্থানীয় জনগনের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রাখলে একটা সুসম্পর্ক তৈরি হবে এবং পারস্পরিক বোঝাপড়া বৃদ্ধি পাবে।

কিছু প্রতিষ্ঠান স্থানীয় শিক্ষাব্যবস্থায় সহায়তা করে এবং এভাবে তারা নিরক্ষরতা হ্রাসে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। অন্যান্য যেসব ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানগুলো ভূমিকা রাখতে পারে, তা হলো স্বাস্থ্য শিক্ষা, গ্রামের স্কুলগুলোতে কম্পিউটারের ব্যবস্থা করা, দক্ষতা বৃদ্ধিতে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ এবং অবশ্যই স্থানীয় জনগনকে ভালো কাজের সুযোগ করে দেয়া, যাতে করে তারা দারিদ্র্যের সাথে লড়তে পারে ও আত্মসম্মান বাড়াতে পারে।

[১২] http://www.nbr-bd.org

[১৩] Bangladesh Bank, 'Review of CSR initiatives of banks - 2011'

Government of Canada
High Commission of Canada
Gouvernement du Canada
Haut-commissariat du Canada